اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কাফন ও দাফনের পদ্ধতি

সকল গুনাহের ক্ষমা

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবে, কাফন পরাবে, সুগন্ধি লাগাবে, জানাযার খাট কাঁধে নিবে, জানাযার নামায আদায় করবে এবং তার খারাপ কিছু দেখলে তা গোপন রাখবে **সে গুনাহ থেকে এভাবে পবিত্র হয়ে যাবে যেভাবে জন্মের সময় ছিল।**

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয, বাবু মাজাআ ফি গোসলুল মাইয়াতি, ২/২০১, হাদীস: ১৪৬২)

কাফন ও দাফনের বিধান সম্পর্কিত ৪টি মাদানী ফুল

(১) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ফরযে কিফায়া, যদি কতিপয় লোক গোসল দিয়ে দেয় তাহলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১০) (২) মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করানো ফরযে কিফায়া। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৭) (৩) জানাযার নামায ফরযে কিফায়া, যদি একজনও আদায় করে নেয়, তাহলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যবে। যদি একজনও আদায় না করে এবং যাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে তারাও আদায় না করে থাকে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮২৫) (৪) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরযে কিফায়া। আর এটা জায়েয নেই যে মৃত ব্যক্তিকে জমিনে রেখে দিয়ে তার চারিদিকে দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেয়া।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৪২)

রূহ কবয হওয়ার পর ৬টি মাদানী ফুল অনুযায়ী আমল করুন

(১) মৃতের চোখ যদি খোলা থাকে তাহলে বন্ধ করে দিন। (২) একটি প্রশস্ত কাপড় থুতনির নিচে থেকে মাথা পর্যন্ত নিয়ে বেঁধে দিন, যাতে মুখ খোলা না থাকে। (৩) চেহারা কিবলার দিকে করে দিন। (৪) মৃতের আঙ্গুল এবং হাত পা সোজা করে দিন। (৫) উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল মিলিয়ে আলতো করে বেঁধে দিন। (৬) মৃতের পেটের উপর সহনিয় ওজনের কোন জিনিষ (যেমন; লেপ বা কম্বল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভাঁজ করে) রেখে দিন, যাতে পেট ফুলে না যায়।

গোসল ও কাফন তৈরী করার মাদানী ফুল

পানি গরম করার ব্যবস্থা করে রাখুন এবং এই জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করে নিন! (১) গোসলের তক্তা (২) আগরবাতি (৩) দিয়াশলাই (৪) ২টি মোটা চাদর (খয়েরী হলে উত্তম) (৫) রুই (৬) বড় রুমালের ন্যায় দু'টি কাপড়ের পিছ (ইস্তিঞ্জা ইত্যাদির জন্য) (৭) ২টি বালতি (৮) ২টি মগ (৯) সাবান (১০) বরই পাতা (১১) ২টি তোয়ালে (১২) কাফন ব্যতীত সেলাই বিহীন বড় প্রশস্ত কাপড় (১৩) কাঁচি (১৪) সুঁই সুতা (১৫) কাপুর (১৬) সুগন্ধি। (আপনার পৌছানোর আনুমানিক সময়ও জানিয়ে দিন)।

মৃত ব্যক্তির গোসলের ৭টি স্তর

(১) ইস্তিঞ্জা করানো। (ইস্তিঞ্জা যে করাবে সে নিজের হাতে কাপড় জড়িয়ে নিবে।) (২) ওযু করানো (এতে কুলি ও নাকে পানি দেয়া নেই, সুতরাং রুই ভিজিয়ে দাঁত, মাঁড়ি, ঠোঁট এবং নাকের ছিদ্রে বুলিয়ে দিন, অতঃপর তিনবার চেহারা, তিনবার কনুইসহ উভয় হাত ধুয়ে দিন, একবার পুরো মাথা মাসেহ অতঃপর তিনবার উভয় পা ধুয়ে দিন)।

(৩) দাঁড়ি এবং মাথার চুল ধৌত করা। (৪) মৃত ব্যক্তিকে বাম দিকে কাত করে শুইয়ে ডান পাশ ধৌত করা। (৫) মৃত ব্যক্তিকে ডান দিকে কাত করে শুইয়ে বাম পাশ ধৌত করা। (৬) পিঠে টেক দিয়ে বসিয়ে নম্রভাবে পেটের নিচের অংশে হাত দ্বারা মালিশ করা (সতরের স্থান দেখা যাবে না এবং কাপড় ছাড়া স্পর্শ করাও যাবে না)। (৭) মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপুরের পানি প্রবাহিত করা। (কাপুর মিশ্রিত পানি এক মগই যথেষ্ট)।

কাফনের কাপড় কাটার ৭টি ধাপ

(১) কাফনের জন্য কমপক্ষে পৌনে দুই গজ প্রস্থের সাত মিটার কাপড় নিন। (২) একটি কাপড় মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য হতে এতটুকু পরিমাণ বড় করে কাটুন, যাতে জড়ানোর পর মাথা এবং পায়ের প্রান্তে বাঁধা যায়। (একে লিফাফাহ বলে)। (৩) দ্বিতীয় কাপড়টি মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য বরাবর কাটুন। (একে তেহবন্দ বলে)। (৪) কামীসের জন্য মৃত ব্যক্তির কাঁধ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত মাপুন এবং এবার তা ডাবল করে কাটুন, যেনো সামনে ও পিছনে উভয় দিকে সমান লম্বা (Length) হয় এবং প্রস্থ (Widht) উভয় কাঁধ বরাবর রাখুন, এটা সেলাই বিহীন থাকে না। (৫) পুরুষের কামীসে গলা বানানোর জন্য মধ্যখান থেকে কাঁধের দিকে এবং মহিলাদের কামীসের জন্য বুকের দিকে এতটুকু কাটুন (Cut) যেনো কামীস পরিধানের সময় কাঁধ দিয়ে সহজেই প্রবেশ করে। (পুরুষের জন্য সুন্নাত অনুযায়ী কাফনের কাপড় এই ৩টি আর মহিলাদের জন্য আরো দু'টি কাপড় রয়েছে, সীনাবন্দ ও ওড়না।) (৬) সিনাবন্দের জন্য কাপড় দৈর্ঘ্যে বুক থেকে উরু পর্যন্ত রাখুন। (৭) ওড়নার জন্য কাপড় দৈর্ঘ্যে (Length) এতটুকু কাটুন যে, অর্ধ কোমরের নিচ থেকে বিছিয়ে মাথার উপর দিয়ে এনে মুখ ঢেকে যেনো বুক পর্যন্ত এসে যায় এবং প্রস্থে (Widht) এক কানের লতি থেকে (Earlobe) অপর কানের লতি পর্যন্ত হবে। (এটা সাধারনত দেড় গজ (1.50 Yard) হয়ে থাকে। এটা কামীসের প্রস্থ হতে বেঁচে যাওয়া কাপড় দিয়ে বানানো যায়)।

কাফন পরিধান করার ৯টি ধাপ

(১) কাফনের কাপড়ে ধোঁয়া দেয়া। (২) কাফন বাঁধার জন্য কাপড়ের টুকরো রাখা। (৩) কাফনের কাপড় বিছানো, (সর্বপ্রথম লিফাফাহ (বড় চাদর) অতঃপর ইযার (ছোট চাদর) এরপর কামীস বিছানো, মহিলার কাফনে সর্বপ্রথম সীনাবন্দ অতঃপর লিফাফাহ এরপর ইযার অতঃপর ওড়না এরপর কামীস বিছানো) (৪) মৃত ব্যক্তিকে কাফনের উপর রাখা। (নম্রতার সহিত রাখুন, তখনও যেনো সতর উন্মুক্ত না হয়) (৫) শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা বুকে প্রথম কলেমা, অতঃপর অন্তরের দিকে يَارَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দেয়া, মনে রাখবেন! এই লিখা কালি দ্বারা যেনো না হয়। (৬) কামীস পরিধান করানো এবং কপালে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা بِسْمِ اللّٰهِ লিখা। (৭) নাভী ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানে কাফনের উপর মাশায়িকের (পীর সাহেবের) নাম লিখে দেয়া (মহিলাদেরকে কামীস পরিধান করানোর পর তার চুলকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বুকের উপর রেখে দিবে, অতঃপর ওড়না পরিধান করাবে)(৮) সিজদার অঙ্গে (অর্থাৎ যেসকল অঙ্গের মাধ্যমে সিজদা করা হয়, তাতে) কাপুর লাগানো। (৯) প্রথমে ইযার অতঃপর লিফাফাহ অর্থাৎ বড় চাদর প্রথমে বাম দিক থেকে অতঃপর ডান দিক থেকে জড়ানো। (মহিলাদের কাফনে বড় চাদরের পরে সীনাবন্দ প্রথমে বাম দিক থেকে অতঃপর ডাক দিক থেকে জড়ানো)

বালিগের জানাযার নামাযের পূর্বে এভাবে ঘোষণা করুন

মরহুম বা মরহুমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব মনোযোগী হোন! মরহুম জীবিত অবস্থায় যদি কারো অন্তরে কষ্ট বা হক নষ্ট করে থাকলে বা আপনাদের থেকে ঋন গ্রহিতা হয়, তবে তাকে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষমা করে দিন,

إِنْ شَآءَ اللهُ মরহুমেরও কল্যাণ হবে এবং আপনারাও সাওয়াব পাবেন। জানাযার নামাযের নিয়্যত এবং তার পদ্ধতিও শুনে নিন। "আমি **আল্লাহর** ওয়াস্তে এই ইমামের পিছনে এই মৃত ব্যক্তির দোয়ার জন্য এই জানাযার নামাযের নিয়্যত করছি।" যদি এই শব্দাবলি স্মরণ না থাকে তবে কোন ক্ষতি নেই। আপনাদের অন্তরে এই নিয়্যত হওয়াটা আবশ্যক যে, "আমি এই মৃতের জানাযার নামায পড়ছি।" যখন ইমাম সাহেব اَللهُ اَكْبَرُ বলবে তখন কান পর্যন্ত হাত উঠানোর পর اَللهُ اَكْبَرُ বলে দ্রুত নিয়মানুযায়ী নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন, সানা পড়ার সময় وَتَعَالٰى جَدُّكَ এরপর وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ অতিরিক্ত পাঠ করবেন। দ্বিতীয়বার ইমাম সাহেব اَللهُ اَكْبَرُ বললে আপনারা হাত উঠানো ব্যতিত اَللهُ اَكْبَرُ বলবেন, অতঃপর দরূদে **ইব্রাহীম** পাঠ করবেন। তৃতীয়বার ইমাম সাহেব اَللهُ اَكْبَرُ বললে আপনারা হাত না উঠিয়েই اَللهُ اَكْبَرُ বলবেন এবং বালিগের জানাযার দোয়া পাঠ করবেন। (যদি নাবালিগ বা নাবালিগার জানাযা হয়, তবে এর দোয়া পড়ার ঘোষণা করুন।) যখন চতুর্থবার ইমাম সাহেব اَللهُ اَكْبَرُ বলবে তখন আপনারাও اَللهُ اَكْبَرُ বলে উভয় হাত ছেড়ে দিবেন এবং ইমাম সাহেবের সাথে নিয়ম অনুযায়ী সালাম ফিরিয়ে নিবেন। (জানাযা নামাযের পদ্ধতি, ১৯ পৃষ্ঠা)

দাফনের ১৭টি ধাপ

(১) কবরস্থানে দাফনের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করা যেখানে পূর্বে কবর ছিল না। (২) কবরের দৈর্ঘ্য মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য হতে সামান্য বেশি, প্রস্থ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এবং গভীরতা কমপক্ষে দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হতে হবে আর উত্তম হলো যে, গভীরতাও দৈর্ঘ্যের সমান রাখা। (৩) কবরে ইটের দেয়াল দেয়া থাকলে তবে মৃত ব্যক্তিকে আনার পূর্বে কবর এবং স্লেপের ভেতরের অংশে মাটি দিয়ে ভালভাবে লেপন করে

দেয়া। (৪) চেহারার সামনে কিবলার দিকের দেয়ালে তাক বানিয়ে তাতে আহাদ নামা, শাজারা শরীফ ইত্যাদি তাবাররুক রাখা। (৫) তক্তার ভেতরের অংশে সূরা ইয়াসীন শরীফ, সূরা মূলক এবং দরূদে তাজ পড়ে ফুঁক দেয়া। (৬) মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো। (৭) মহিলার লাশকে কবরে নামানো থেকে তক্তা লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। (৮) কবরে নামানোর সময় এই দোয়া পাঠ করা: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ (৯) মৃত ব্যক্তিকে ডান কাত করে শুয়ানো বা মুখ কিবলার দিকে করে দেয়া এবং কাফনের বাঁধন খুলে দেয়া। (মৃত ব্যক্তিকে আনার পূর্বেই কবরে নরম মাটি বা বালি দিয়ে বালিশের ন্যায় তৈরি করে রাখা এবং এতে টেক লাগিয়ে মৃত ব্যক্তিকে ডান কাত করে শুয়ানো, এটা সম্ভব না হলে চেহারা সহজে যতটুকু সম্ভব কিবলামুখী করে দেয়া) (১০) দাফনের পর মাথার দিক থেকে ৩বার মাটি দেয়া, প্রথমবার দেয়ার সময় مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয়বার দেয়ার সময় وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى এবং তৃতীয়বার দেয়ার সময় وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ বলা। (১১) কবর উটের কুঁজের ন্যায় ঢালু বানানো এবং উচ্চতা এক বিঘত বা এর চেয়ে কিছুটা উচুঁ রাখা। (১২) দাফনের পর কবরে পানি ছিটানো। (১৩) কবরে ফুল দেয়া, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত তাজা থাকবে, তা তাসবীহ পাঠ করবে এবং মৃত ব্যক্তির অন্তর শান্তি পাবে। (১৪) দাফনের পর কবরের শিয়রে সূরা বাকারার প্রথম আয়াত الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করা। (১৫) তালক্বীন করা: কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে ৩বার এভাবে বলা: হে অমুক বিন অমুক! (যেমন; ইয়া ফারুক বিন আমেনা। যদি মায়ের নাম জানা না থাকে তবে ঐ জায়গায় হযরত হাওয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নাম নিবে) অতঃপর বলবে:

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَّ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا۔

(১৬) দোয়া ও ইছালে সাওয়াব করা। (১৭) কবরের শিয়রে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া, কেননা আযানের বরকতে মৃত ব্যক্তির শয়তানের অনিষ্ট হতে মুক্তি অর্জিত হয়, আযানের ফলে রহমত অবতীর্ণ হয়, মৃত ব্যক্তির চিন্তা দূরীভূত হয়, তার ভয়ভীতি দূর হয়, আগুনের আযাব দূরীভূত এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি অর্জিত হয়, তাছাড়া মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর স্মরনে এসে যায়।

তিলাওয়াতের পূর্বে এটি ঘোষণা করুন

اِنْ شَآءَ اللّٰه এখানে কোরআনে করীমের সূরা পাঠ করা হবে, কান লাগিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবন করুন, অতঃপর আযান দেয়া হবে, এর উত্তর দিন। অতঃপর দোয়া করা হবে। মরহুমের (মরহুমা) কবরের প্রথম রাত, এটি কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত হয়ে থাকে। অভিশপ্ত শয়তান কবরেও প্রতারিত করার চেষ্টা করে থাকে, যখন মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, مَنْ رَّبُّكَ؟ অর্থাৎ তোমার **রব** কে? তখন শয়তান নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে, বলো: "এটাই আমার **রব**।" এই সময়ে আযান দেওয়া মৃত ব্যক্তির জন্য খুবই উপকারী হয়ে থাকে। কেননা আযানের বরকতে মৃত ব্যক্তির শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্তি লাভ হয়, আযানের ফলে রহমত অবতীর্ণ হয়, মৃত ব্যক্তির চিন্তা দূরীভূত হয়, তার ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়, আগুনের আযাব ফিরে যায় এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তাছাড়া মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর মনে পড়ে যায়।

মদীনা: গোসল করানো এবং কাফন পরানো ইত্যাদি শিখার জন্য এই কার্ডই যথেষ্ট। বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"কাফন দাফনের**

পদ্ধতি” অধ্যয়ন করে নিন এবং প্রশিক্ষণের জন্য **“কাফন দাফন মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী”**র সাথে যোগাযোগ করুন।

tajheezotakfeen.dawateislami.net